

এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা Bengali Weekly
KHABARER GHANTA
PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

দশম বর্ষ, সংখ্যা : ১৭, সাপ্তাহিক ২৬ জুলাই ২৬, রবিবার KHABARER GHANTA, Bengali weekly, 26 July. 26, Sunday, Siliguri, Vol. 10, Issue 17, Rs. 2

সতেরোতেই অমর রাজদীপ বয়সে ছোট, কর্মে অনেক বড়



নিজস্ব প্রতিবেদন : মাত্র ১৭ বছরের জীবন। কিন্তু সেই জীবনেই খেলাধুলা, সাহিত্য, সঙ্গীত, সমাজসেবা ও ইতিবাচক চিন্তার এক অনন্য দৃষ্টান্ত রেখে গেল রাজদীপ দে সরকার। গীতার ভাষায়; ‘কল্যাণকর্মে নিয়োজিত মানুষের কখনও দুর্গতি হয় না’; আর স্বামী বিবেকানন্দের জীবন যেন মনে করিয়ে দেয়, জীবনের দৈর্ঘ্য নয়, কর্মই মানুষকে অমর করে।

ডুয়ার্সের বিমাগুড়িতে একটি অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতার ফাইনালে অংশ নিতে বাবার সঙ্গে রওনা হয়েছিল ১৭ বছরের প্রতিভাবান কিশোর রাজদীপ দে সরকার। চার চাকার গাড়ির পিছনের আসনে বসে সে তখন ল্যাপটপে নিজের বোনের কিছু প্রয়োজনীয় কাজ করে দিচ্ছিল। ওদলাবাড়ির কাছে ঘটে যায় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা। থেমে যায় এক সম্ভাবনাময় জীবনের পথচলা।

কিন্তু জীবন থেমে গেলেও থেমে যায়নি রাজদীপের রেখে যাওয়া আদর্শ। ২০২৫ সালের এপ্রিল-মে মাসে ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর খবরের ঘন্টা-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে যে রাজদীপকে

দেখা গিয়েছিল, সে ছিল এক স্বপ্নবাজ, বিনয়ী এবং মূল্যবোধসম্পন্ন কিশোর।

অ্যাথলেটিক্সে অসাধারণ পারফরম্যান্সের পাশাপাশি সে ছিল দক্ষ টেবিল টেনিস খেলোয়াড়। পড়াশোনায় মেধাবী হলেও বাংলা ভাষা, কবিতা ও সাহিত্যের প্রতি ছিল তার গভীর অনুরাগ। প্রযুক্তির যুগে দাঁড়িয়ে সে নিজেই সকলকে অতিরিক্ত মোবাইল ফোন ব্যবহার না করার পরামর্শ দিত। সঙ্গীতপ্রেমী রাজদীপ সুন্দর তবলা বাজাত এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশ নিত।

তার এই মানবিক গুণাবলির পেছনে ছিল পরিবারের প্রভাব। বাবা রানা দে সরকার শিলিগুড়ি রেফারিজ অ্যান্ড আম্পায়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের একজন কর্মকর্তা, সুপরিচিত ক্রীড়া সংগঠক, দক্ষ তবলা শিল্পী ও সমাজসেবী। মা অপিতা দে সরকার খবরের ঘন্টা-র সংবাদ পাঠিকা এবং গুণী সঙ্গীত, নৃত্য ও আবৃত্তি শিল্পী। পাশাপাশি তিনি লায়ন্স ক্লাব-সহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থেকে সমাজসেবামূলক কাজে অংশ নেন। বাবা-মায়ের এই সংস্কৃতি,

মানবিকতা ও সেবার আদর্শই যেন স্বাভাবিকভাবেই প্রবাহিত হয়েছিল রাজদীপের জীবনেও।

স্বামী বিবেকানন্দ মাত্র ৩৯ বছরের জীবনে বিশ্বকে যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন, রাজদীপের সংক্ষিপ্ত জীবনও যেন সেই সত্যকেই নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেয়; জীবনের মূল্য তার দৈর্ঘ্য নয়, তার কর্মে। শ্রীমন্তগবদীতায়ও বলা হয়েছে, ক্ষণকল্যাণকর্মে

নিয়োজিত মানুষের কখনও দুর্গতি হয় না। তাই রাজদীপের অকালপ্রয়াণ কেবল এক পরিবারের অপূরণীয় ক্ষতি নয়; এটি সমাজেরও এক সম্ভাবনাময় মানবসম্পদের হারিয়ে যাওয়া।

আজ রাজদীপ আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তার ভালোবাসা, শৃঙ্খলা, ইতিবাচক চিন্তা, খেলাধুলার প্রতি নিষ্ঠা, সংস্কৃতিপ্রেম এবং সমাজসেবার মানসিকতা আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করুক; এই হোক তার প্রতি আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি।

অন্যদিকে রাজদীপের মৃত্যু নিয়ে স্কুলের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তার পরিবার। প্রশ্ন, স্কুলের খেলা থাকলেও কেন রাজদীপের বাবাকে গাড়ি চালিয়ে তাকে বিমাগুড়ি নিয়ে যেতে হচ্ছিল? ফাইনালে উঠলেও কেন দায়িত্ব এড়িয়ে গেলো স্কুল? প্রশ্ন তোলা হয়েছে ক্রীড়া সাংবাদিক যশী বিশ্বাসের সোশাল মিডিয়াতে যদিও এ বিষয়ে স্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও তাদের বক্তব্য জানা যায়নি।

জীবন দে-কে শ্রদ্ধাঞ্জলি, স্মরণসভায় উঠে এল তাঁর সমাজসেবার অনন্য অবদান



নিজস্ব প্রতিবেদন : সংস্কৃতি, সমাজসেবা ও মানবিক কর্মকাণ্ডে রেখে গেছেন এক অনন্য উত্তরাধিকার।

প্রয়াত উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলা ট্রাস্টের সভাপতি জীবন দে-র স্মৃতিচারণে আবেগঘন হয়ে উঠল স্মরণসভা।

উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলা ট্রাস্টের সভাপতি ও বিশিষ্ট সমাজসেবী জীবন দে-র প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে সাংস্কৃতিক মহলে। ৯১ বছর বয়সে তাঁর প্রয়াণের পর সোমবার তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক স্মরণসভার আয়োজন করা হয়।

পৌষ মেলা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী, আইনজীবী ও পরিবেশবিদ জ্যোৎস্না আগরওয়ালার চেম্বারে অনুষ্ঠিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন জ্যোৎস্না আগরওয়ালার, অধ্যাপিকা বিদ্যাবতী আগরওয়ালার, পৌষ মেলা কমিটির পক্ষ থেকে দেবানীষ ঘোষ, শঙ্কর হাজরা, অনাদি দলুই, জয়ন্ত সরকার, পার্থসারথি সরকার, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অপূর্না সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি।

স্মরণসভায় বক্তারা জীবন দে-র দীর্ঘ কর্মজীবন, উত্তরবঙ্গে পৌষ মেলার বিকাশে তাঁর অসামান্য ভূমিকা এবং সমাজকল্যাণমূলক নানা উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন। তাঁরা বলেন, সংস্কৃতি ও সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতি তাঁর নিষ্ঠা আগামী প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

অনুষ্ঠানের শেষে উপস্থিত সকলে তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। একইসঙ্গে জানানো হয়, এবারের উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলার মূল মঞ্চে প্রয়াত জীবন দে-র স্মৃতির উদ্দেশে বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হবে।

খবরের ঘন্টা

শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

KHABARER GHANTA

PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

উপদেষ্টামণ্ডলী : জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনো পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস (সিভিল ইঞ্জিনিয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুষ্পজিৎ সরকার (শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট), ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটা, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরবঙ্গ পত্রিকা), নীতিশ বসু (চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসিকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি), ডঃ বিমল চন্দ

সম্পাদকীয়

সতেরোতেই অমর রাজদীপ জীবন ক্ষণস্থায়ী, আদর্শ চিরন্তন

সতেরো বছরের একটি প্রাণ। সামনে ছিল অসংখ্য স্বপ্ন, অসীম সম্ভাবনা। কিন্তু একটি মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা মুহূর্তের মধ্যে সেই স্বপ্নের পথ থামিয়ে দিল। রাজদীপ আজ আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তাঁর জীবনবোধ, ভক্তি, সংস্কৃতিপ্রেম এবং মানুষের জন্য কিছু করার মানসিকতা তাঁকে স্মৃতির আকাশে অমর করে রাখবে।

মৃত্যু জীবনের নির্মম সত্য। কিন্তু কিছু মৃত্যু কেবল একটি পরিবারের নয়, একটি সমাজেরও অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে ওঠে। রাজদীপের প্রয়াণ আমাদের সেই বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। একই সঙ্গে আবার মনে করিয়ে দিয়েছে; জীবন কতটা অনিশ্চিত এবং প্রতিটি মুহূর্ত কতটা মূল্যবান। রাজদীপের জীবন ছিল তবলা সঙ্গীত, মানবিকতা, খেলাধুলা ও আধ্যাত্মিক চর্চার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অল্প বয়সেই তিনি সমাজের কাছে এক ইতিবাচক বার্তা রেখে গিয়েছেন; মানুষের বড় হওয়া বয়সে নয়, কর্মে এবং চরিত্রে। এই ঘটনা আমাদের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়। সড়ক নিরাপত্তার প্রতি অবহেলা কখনওই কাম্য নয়। ট্রাফিক আইন মেনে চলা, হেলমেট ব্যবহার, নির্দিষ্ট গতিসীমা বজায় রাখা এবং দায়িত্বশীলভাবে যানবাহন চালানো শুধু আইনের বাধ্যবাধকতা নয়, এটি নিজের এবং অন্যের জীবনের প্রতি সম্মান।

শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করাই হোক আমাদের অঙ্গীকার। রাজদীপের স্মৃতিকে সত্যিকারের শ্রদ্ধা জানানো হবে তখনই, যখন আমরা তাঁর মতো মানবিক মূল্যবোধকে ধারণ করব, সমাজের জন্য কাজ করব এবং জীবনের প্রতি আরও দায়িত্বশীল হব। খবরের ঘন্টার পক্ষ থেকে রাজদীপের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা। প্রার্থনা; ঈশ্বর তাঁদের এই অপূরণীয় ক্ষতি সহ্য করার শক্তি দিন। জীবন থেমে যায়, কিন্তু সংস্কৃতি, ভালোবাসা এবং আদর্শ কখনও হারিয়ে যায় না। সেই কারণেই; সতেরোতেই অমর রাজদীপ।

পাঠক সংযোগ বিভাগ

আপনার শহর, আপনার কথা

শহর আমাদের সবার। তাই শহরের কথা বলার অধিকারও সবার।

রাস্তার সমস্যা হোক বা ভালো উদ্যোগ--আপনার চোখে যা গুরুত্বপূর্ণ, তা আমাদের জানান।

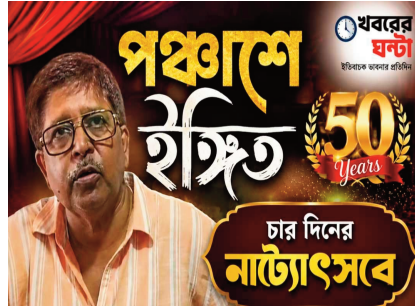
ইতিবাচক মতামত, গঠনমূলক পরামর্শ এবং সমাজের উন্নয়নের ভাবনা--সবই আমরা স্বাগত জানাই।

কারণ খবরের ঘন্টা শুধু একটি পত্রিকা নয়, এটি শিলিগুড়ির মানুষের কণ্ঠস্বর।

হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন : ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

পঞ্চাশে 'ইঙ্গিত', চার দিনের নাট্যোৎসবে উদযাপিত হবে সোনালি পথচলা



নিজস্ব প্রতিবেদন : অর্ধশতকের গৌরবময় সফরকে স্মরণীয় করে রাখতে বিশেষ উদ্যোগ শিলিগুড়ির অন্যতম নাট্যদল 'ইঙ্গিত'-এর।

চার দিনের নাট্যোৎসব, বিভিন্ন জেলার নাট্যদলের অংশগ্রহণ এবং বিশেষ সম্মাননার মধ্য দিয়ে উদযাপিত হবে এই ঐতিহাসিক মাইলফলক।

শহরের অন্যতম প্রাচীন ও জনপ্রিয় নাট্যসংগঠন শিলিগুড়ি ইঙ্গিত তাদের ৫০ বছরের গৌরবময় পথচলাকে স্মরণীয় করে তুলতে আয়োজন করেছে চার দিনের বিশেষ নাট্যোৎসব। শুধু উৎসবই নয়, সারা বছর জুড়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মসূচির মাধ্যমে এই সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষকে বিশেষভাবে উদযাপনের পরিকল্পনা নিয়েছে সংগঠন।

এই উপলক্ষে শিলিগুড়িতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অনুষ্ঠানের বিস্তারিত কর্মসূচি তুলে ধরেন উৎসব কমিটির সভাপতি অমল মণ্ডল, প্রধান উপদেষ্টা সুজিত রাহা, দলের নির্দেশক আনন্দ ভট্টাচার্য-সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তারা জানান, দীর্ঘ ৫০ বছরের এই পথচলায় ইঙ্গিতকে নানা চড়াই-উতরাই এবং স্মরণীয় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসতে হয়েছে। সেই ইতিহাস ও সংগ্রামের নানা দিকও তুলে ধরা হয় এদিন।

প্রধান উপদেষ্টা সুজিত রাহা বলেন, শুধু চার দিনের উৎসবের মাধ্যমেই নয়, বরং গোটা বছরজুড়ে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষকে স্মরণীয় করে রাখতে চায় ইঙ্গিত। পাশাপাশি, গত পাঁচ দশকের বহু স্মরণীয় মুহূর্তও তিনি সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন।

অন্যদিকে, দলের নির্দেশক ও অভিনেতা আনন্দ ভট্টাচার্য জানান, আগামী ২৪ জুলাই থেকে নাট্যোৎসবের সূচনা হবে এবং ২৭ জুলাই পর্যন্ত চলবে এই আয়োজন। উৎসবে কলকাতা, মালদা ও কোচবিহারের নাট্যদলগুলির পাশাপাশি ইঙ্গিতের নিজস্ব প্রযোজনাও মঞ্চস্থ হবে।

এছাড়াও, এবছর নবম 'প্রশান্ত মজুমদার স্মৃতি সারক সম্মান' প্রদান করা হবে শিলিগুড়ির ঋত্বিক নাট্যগোষ্ঠীর অভিনেত্রী শীলা দাস-কে। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নাট্যচর্চার প্রতি তাঁর দীর্ঘদিনের অবদানকে স্বীকৃতি জানাতেই এই সম্মান প্রদান করা হচ্ছে।

চার দিনের এই নাট্যোৎসবকে ঘিরে ইতিমধ্যেই শহরের নাট্যপ্রেমীদের মধ্যে উৎসাহের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

ফাঁসিদেওয়ায় মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতায় বিশেষ কর্মশালা, তিন বছরের কর্মপরিকল্পনার ঘোষণা



নিজস্ব প্রতিবেদন : মানসিক সুস্থতা ও সামাজিক সম্প্রীতির বার্তা পৌঁছে দিতে ফাঁসিদেওয়ায় বিশেষ উদ্যোগ। পাঁচটি গ্রামকে নিয়ে আগামী তিন বছর ধরে চলবে সচেতনতা ও জনকল্যাণমূলক নানা কর্মসূচি।

মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক সংহতি আরও মজবুত করার লক্ষ্যে সোমবার ফাঁসিদেওয়ায় কান্দিভিটার হরিসিং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একদিনের বিশেষ ওরিয়েন্টেশন কর্মশালার আয়োজন করে ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টিরি হেলথ অ্যাসোসিয়েশন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কান্দিভিটার আইসিডিএস কর্মী প্রমিলা রায় মণ্ডল, হরিসিং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ গোপ এবং সহকারী শিক্ষক কল্যাণ সুন্দর রায়। এছাড়াও এলাকার প্রায় ৫৫ জন নারী ও পুরুষ এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। এই কর্মশালায় ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বাঁশগাঁও কিসমত গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বান্দারগাছ, ধামনাগাছ, মহিপাল, কান্দিভিটা এবং নেমবুটারি; এই পাঁচটি গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সামাজিক সম্প্রীতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সংস্থার কর্ণধার তরুণকুমার মাইতি, কাউন্সেলর অঞ্জলি দাস, সহকারী ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর বিশাল দত্ত এবং ফিল্ড ওয়ার্কার অরুণ মুখা জানান, আগামী তিন বছর ধরে এই পাঁচটি গ্রামে মানসিক স্বাস্থ্য, সচেতনতা বৃদ্ধি, পরামর্শদান এবং সামাজিক শান্তি ও সম্প্রীতি গড়ে তুলতে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

আয়োজকদের মতে, মানুষের মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন আরও দৃঢ় করে তোলাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

প্রতিভার উৎসবে মুখর সারদা শিশুতীর্থ, সংস্কৃতি মহোৎসবে শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল সাফল্য



নিজস্ব প্রতিবেদন : শিক্ষা শুধু পাঠ্যবইয়ের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়, প্রতিভার বিকাশও সমান গুরুত্বপূর্ণ। সেই বার্তাকেই সামনে রেখে শিলিগুড়ির সারদা শিশুতীর্থ-সেবক রোড মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত হলো ‘সংস্কৃতি মহোৎসব, ২০২৬’। শতাধিক শিক্ষার্থীর প্রাণবন্ত অংশগ্রহণে দিনভর জমে উঠল গল্প, বক্তব্য, প্রশ্নমঞ্চ ও সৃজনশীলতার এক

অনন্য আসর। বিদ্যাভারতী উত্তরবঙ্গের তত্ত্বাবধানে শিলিগুড়ির দুই মাইল এলাকায় অবস্থিত সারদা শিশুতীর্থ-সেবক রোড মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো সংস্কৃতি মহোৎসব, ২০২৬। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, আত্মপ্রকাশ এবং সাংস্কৃতিক প্রতিভার বিকাশকে উৎসাহিত করতেই এই বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরদাকান্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং উত্তরবঙ্গের সুপরিচিত বাচিক শিল্পী অমিতাভ ঘোষ। বিচারক ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. দেবাংশু শেখর দাস, অনামিকা সাহা, তরুণ পাল, শঙ্খদীপ মাহাতো, নিমাই দে, সুরত পাল এবং ড. ধৃজিৎ প্রসাদ দত্ত। বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক পবন কুমার নকিপুুরিয়া, ড. বিদ্যাবতী আগরওয়াল এবং বিমল কৃষ্ণ দাস। তাঁদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি আরও মর্যাদাপূর্ণ হয়ে ওঠে।

সংস্কৃতি মহোৎসবের বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মধ্যে ছিল শিশু ও বালক বিভাগের গল্প বলা, শিশু, বালক ও কিশোর বিভাগের প্রশ্নমঞ্চ, বালক বিভাগের মূর্তি নির্মাণ এবং কিশোর বিভাগের তাৎক্ষণিক বক্তব্য। প্রাথমিক বাছাইপর্বে প্রায় ২০০ জন শিক্ষার্থী অংশ নিলেও চূড়ান্ত পর্বে ৭১ জন প্রতিযোগী নিজেদের প্রতিভার পরিচয় দেন। সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে শুরু হওয়া অনুষ্ঠান চলে বিকেল ৩টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত। সারাদিনের কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা ও অংশগ্রহণে মুগ্ধ হন প্রধান অতিথি অমিতাভ ঘোষ। তিনি শিক্ষার্থীদের বাচনভঙ্গি ও মঞ্চ উপস্থাপনা আরও উন্নত করার জন্য মূল্যবান পরামর্শ দেন এবং ভবিষ্যতেও বিদ্যালয়ের যেকোনো প্রয়োজনে পাশে থাকার আশ্বাস দেন। অনুষ্ঠানে বক্তরা বলেন, বর্তমান সময়ে সংস্কৃতি মহোৎসবের মতো উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস, সৃজনশীলতা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিজেদের প্রতিভাকে প্রকাশ করার এমন সুযোগ তাদের ভবিষ্যতের পথচলায় বিশেষ সহায়ক হবে।

প্রতিযোগিতায় দলগত ও ব্যক্তিগত বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের হাতে পুরস্কার ও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত অতিথিরা শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে ইতিবাচক চিন্তা, শৃঙ্খলা এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে চলার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে বিদ্যালয়ের প্রধানাচার্য নির্ভয় কান্তি ঘোষ উপস্থিত সকল অতিথি, বিচারক ও অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, অতিথিদের মূল্যবান পরামর্শ জীবনের পথচলায় কাজে লাগাতে হবে। ড. দেবাংশু শেখর দাসও তাঁর বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের জীবনের জন্য অনুপ্রেরণামূলক কিছু দিকনির্দেশনা তুলে ধরেন।

সবশেষে শান্তিমন্ত্র পাঠের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতি মহোৎসব, ২০২৬-এর সফল সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

৬১৮ নম্বরে নীট জয়, গ্রামের ছেলের স্বপ্ন এবার সাদা অ্যাপ্রন



চিকিৎসক হতে চান। বিশেষ করে গ্রামের অসহায় ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের চিকিৎসাসেবা দেওয়াই তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য।

ছেলের সাফল্যে আবেগান্বিত বাবা মানোয়ার হোসেন বলেন, ছোটবেলা থেকেই মাসিদুরের স্বপ্ন ছিল ডাক্তার হওয়ার। নিজের

নিজস্ব প্রতিবেদন : প্রত্যন্ত গ্রামের সাধারণ পরিবারের এক মেধাবী ছাত্র, আর তার অসাধারণ সাফল্যের গল্প। জাতীয় স্তরের মেডিকেল প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট এ ৬১৮ নম্বরে পেয়ে নজর কেড়েছেন মুর্শিদাবাদের মাসিদুর হোসেন। সীমিত সুযোগ-সুবিধার মধ্যেও অধ্যবসায়, পরিবারের অনুপ্রেরণা এবং শিক্ষকদের সহযোগিতায় তিনি প্রমাণ করে দিলেন; স্বপ্ন যদি বড় হয়, তবে বাধা কখনও শেষ কথা নয়।

মুর্শিদাবাদ জেলার বড়এণা থানার কুলি চৌরাস্তা এলাকার প্রত্যন্ত গ্রামের কৃতী ছাত্র মাসিদুর হোসেন জাতীয় স্তরের মেডিকেল প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট-এ ৬১৮ নম্বরে অর্জন করে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের নজির গড়েছেন। তাঁর এই কৃতিত্বে পরিবার, আত্মীয়-স্বজনের পাশাপাশি গোটা এলাকায় আনন্দের আবহ তৈরি হয়েছে।

মাসিদুরের বাবা মানোয়ার হোসেন একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং মা সুফিয়া বেগম আশা কর্মী। সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও পরিবারের অকুণ্ঠ সমর্থন, নিজের কঠোর পরিশ্রম এবং শিক্ষকদের সঠিক দিকনির্দেশনাই তাঁকে এই সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিয়েছে।

নিজের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য সম্পর্কে মাসিদুর জানান, তিনি একজন দক্ষ

বাবার চিকিৎসার সময় হাসপাতালে চিকিৎসক না পেয়ে যে অসহায় পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছিল, সেই অভিজ্ঞতাই তাঁকে ছেলেকে চিকিৎসক হিসেবে গড়ে তোলার সংকল্প নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আজ সেই স্বপ্ন বাস্তবের পথে অনেকটাই এগিয়ে গেছে।

মা সুফিয়া বেগমও ছেলের এই সাফল্যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন, তাঁদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল ছেলে চিকিৎসক হয়ে মানুষের সেবা করবে। আজকের এই অর্জন সেই স্বপ্নপূরণের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

মাসিদুরের বোন জেসমিন ফিরদৌস বলেন, ভাইয়ের এই কৃতিত্বে পরিবারের সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত। তিনি মনে করেন, বাবা-মায়ের ত্যাগ, শিক্ষকদের আন্তরিক সহযোগিতা এবং মাসিদুরের নিরলস পরিশ্রমই এই সাফল্যের মূল ভিত্তি। ভবিষ্যতে তিনি যেন একজন সফল চিকিৎসক হয়ে সমাজের মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারেন, সেই কামনাই তাঁদের।

মাসিদুর হোসেনের এই সাফল্য শুধু তাঁর পরিবারের গর্ব নয়, সমগ্র এলাকার জন্যও অনুপ্রেরণার বিষয়। তাঁর এই অর্জন আগামী প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীদের বড় স্বপ্ন দেখতে এবং নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের সাহস জোগাবে।

শোকের অন্ধকারে আশার আলো প্রিয়জন হারানোর বেদনা সামলাতে কী বলে আধ্যাত্মিক দর্শন



নিজস্ব প্রতিবেদন : কোনো প্রিয় মানুষের মৃত্যু, বিশেষ করে কোনো কিশোর বা তরুণের অকাল প্রয়াণ; এই শোক ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এমন ক্ষত কোনো উপদেশে মুছে যায় না। তবুও যুগে যুগে সাধক-মহাপুরুষেরা শোকাহত মানুষকে ধৈর্য, বিশ্বাস ও জীবনের গভীর অর্থ খুঁজে নেওয়ার পথ দেখিয়েছেন।

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত-এ সংসারের

অনিত্যতার কথা বারবার বলেছেন। তাঁর একটি বহুল উদ্ধৃত বাণী হলো; ক্ষুদ্রঈশ্বরই সত্য, আর সব অনিত্য। ক্ষুদ্র তিনি মানুষকে শেখাতেন, জন্ম-মৃত্যু জীবনের স্বাভাবিক নিয়ম; তাই শোকের মধ্যেও ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করলে অন্তরে ধীরে ধীরে শান্তি ফিরে আসে। তিনি আরও বলতেন, যাঁর কাছে এসেছ, তাঁকেই ধরো। অর্থাৎ বিপদের সময় ঈশ্বরের স্মরণই মানুষের মনের শক্তি বাড়ায়।

শ্রীমত্তগবন্দীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আত্মার অমরত্বের শিক্ষা দিয়েছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিত্ত আত্মা জন্মায় না, মৃত্যুবরণও করে না। (গীতা ২.২০)

আরও বলা হয়েছে; বাসাসংসি জীর্ণানি যথা বিহায়, নবানি

গৃহ্নাতি নরোপরাগিণি (গীতা ২.২২)

অর্থাৎ, মানুষ যেমন পুরোনো বস্ত্র ত্যাগ করে নতুন বস্ত্র ধারণ করে, তেমনি আত্মা পুরোনো দেহ ত্যাগ করে নতুন দেহ গ্রহণ করে। এই শিক্ষা শোক দূর করে না, কিন্তু মৃত্যুকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখার শক্তি দেয়।

স্বামী বিবেকানন্দ মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির ওপর আস্থা রাখতে বলেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত আহ্বান;

উঠো, জাগো, লক্ষ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত থেঁমো না।

আরেক স্থানে তিনি বলেছেন

তুমিই আত্মা; অমর, অবিনশ্বর, চিরন্তন।

এই বাণীগুলি মনে করিয়ে দেয়, মৃত্যু জীবনের সমাপ্তি নয়; প্রিয়জনের আদর্শ, ভালোবাসা ও স্মৃতি আমাদের কর্ম ও

চরিত্রের মধ্যেই বেঁচে থাকে। শোকের সময় কান্না স্বাভাবিক, স্মৃতিচারণও স্বাভাবিক। পরিবারের সদস্যদের একে অপরের পাশে থাকা, প্রার্থনা, সংসঙ্গ, ধর্মগ্রন্থ পাঠ এবং প্রয়াত মানুষের সংকর্মকে স্মরণ করে সমাজের কল্যাণে কিছু করা; এসবই ধীরে ধীরে মানসিক শক্তি ফিরে পেতে সাহায্য করতে পারে।

অকালপ্রয়াণের বেদনা কখনও পুরোপুরি মুছে যায় না। কিন্তু শ্রী রামকৃষ্ণের ঈশ্বরবিশ্বাস, গীতার আত্মার অমরত্বের শিক্ষা এবং স্বামী বিবেকানন্দের সাহস ও আত্মশক্তির বাণী শোকাহত হৃদয়কে নতুন করে বেঁচে থাকার প্রেরণা দিতে পারে। প্রিয় মানুষটি হয়তো চোখের আড়ালে চলে যান, কিন্তু তাঁর ভালোবাসা, আদর্শ ও স্মৃতি চিরকাল হৃদয়ে বেঁচে থাকে।

সুরেই ভবিষ্যতের বিজ্ঞান! শিলিগুড়ির বৈভবের স্বপ্ন;সঙ্গীত, গণিত ও কম্পিউটার বিজ্ঞানের নতুন সেতুবন্ধন



নিজস্ব প্রতিবেদনঃ সারাদিনে কিছুটা সময় রেওয়াজ না করলে তাঁর মন ভালো থাকে না। মাত্র ২১ বছর বয়সেই ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে শুধু শিল্প নয়, বিজ্ঞানের আলোয় নতুনভাবে দেখার স্বপ্ন দেখছেন শিলিগুড়ির বৈভব চক্রবর্তী।

রাগ, তাল, কম্পাঙ্ক, গণিত, কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং মানুষের মানসিক সুস্থতা;সবকিছুকে এক সূত্রে গাঁথার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছেন এই তরুণ সঙ্গীতসাহক। শহরের সুভাষপল্লীর বাসিন্দা বৈভব চক্রবর্তী। বয়স মাত্র ২১ পেরিয়েছে। কিন্তু এই অল্প বয়সেই তাঁর ভাবনা অনেক বড়। ভবিষ্যতে একজন দক্ষ ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতশিল্পী হওয়ার পাশাপাশি সঙ্গীত, গণিত, বিজ্ঞান এবং কম্পিউটার সায়েন্সের আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করতে চান তিনি।

বৈভবের বাবা বিপ্লব চক্রবর্তী, যিনি জিআরপিতে কর্মরত, এবং মা বিজয়া চক্রবর্তী, একজন স্কুলশিক্ষিকা। দু'জনেই সঙ্গীতচর্চার সঙ্গে যুক্ত। তাই জন্মের পর থেকেই সঙ্গীতের আবহেই বড় হয়ে ওঠা বৈভবের। ছোটবেলা থেকেই বাবা-মা তাঁকে দেশের খ্যাতনামা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতশিল্পীদের গান শুনিয়েছেন, যাতে তাঁর শ্রবণশক্তি ও সুরবোধ গড়ে ওঠে। সেই পরিচর্যাই আজ তাঁর সঙ্গীতজীবনের শক্তি ভিত। বর্তমানে তিনি কলকাতার রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত নিয়ে পড়াশোনা করছেন। ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে চান।

বৈভবের মতে, প্রকৃতি ও শব্দের কম্পাঙ্কের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। প্রতিটি সুর, প্রতিটি ধ্বনি নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কে

সৃষ্টি হয় এবং সেই কম্পন মানুষের মন ও অনুভূতিতে প্রভাব ফেলতে পারে। বিজ্ঞানও দেখায় যে শব্দ আসলে এক ধরনের তরঙ্গ, যার ফ্রিকোয়েন্সি (কম্পাঙ্ক), তীব্রতা ও অনুরণনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সঙ্গীতের রাগ, স্বর ও তালকে গণিতের অনুপাত, প্যাটার্ন এবং সময়বিন্যাস দিয়েও বিশ্লেষণ করা যায়।

কম্পিউটার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও আজ সঙ্গীতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (জিজ), ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেসিং, সাউন্ড অ্যানালিসিস, মিউজিক ইনফরমেশন রিট্রিভাল এবং অ্যালগরিদমিক কম্পোজিশনের মতো বিষয়গুলিতে সঙ্গীত ও গণিত একে অপরের পরিপূরক। বৈভবের স্বপ্ন, এই বিষয়গুলিকে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সঙ্গে যুক্ত করে নতুন গবেষণার দিগন্ত উন্মোচন করা।

তিনি বলেন, তনুং বা মানসিক অস্থিরতার সময় রেওয়াজ আমাকে স্থির থাকতে সাহায্য করে। সঙ্গীত শুধু শিল্প নয়, এটি আত্মিক শক্তি ও মানসিক প্রশান্তিরও উৎস। তাই বিশ্বাস, সৃজনশীল চর্চা মানুষের চিন্তাশক্তি, মনোযোগ এবং মানসিক বিকাশে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

বৈভবের সঙ্গীতগুরু উজ্জ্বল দত্ত এবং তালের গুরু বিপ্লব মুখার্জি। তাঁদের কাছ থেকেই তিনি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সূক্ষ্ম দিকগুলি শিখছেন এবং প্রতিদিন নিয়মিত রেওয়াজের মাধ্যমে নিজেকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলছেন।

পরিবার, শিক্ষক এবং শুভানুধ্যায়ীদের মতে, বৈভবের মধ্যে রয়েছে এক বিরল একাগ্রতা। তাঁর স্বপ্ন শুধু মধ্যে শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া নয়; বরং ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে বিজ্ঞান, গণিত ও প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত করে নতুন গবেষণার পথ দেখানো।

আজকের ডিজিটাল যুগে যখন তরুণ প্রজন্মের বড় অংশ দ্রুত বিনোদনের দিকে ঝুঁকছে, তখন বৈভব চক্রবর্তীর মতো এক তরুণের নিষ্ঠা, সাধনা এবং গবেষণার স্বপ্ন নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণার। তাঁর বিশ্বাস, সুরের শক্তি শুধু হৃদয় ছুঁয়ে যায় না, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও মানবকল্যাণের নতুন দুয়ারও খুলে দিতে পারে।

অনুপ্রেরনা

ব্যর্থতা শেষ নয়, শুরু

যে ছাত্র পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে আবার উঠে দাঁড়ায়, যে ব্যবসায়ী ক্ষতির পর নতুন করে চেষ্টা করে, যে গৃহবধু নিজের হাতে উদ্যোগ শুরু করেন-- তাঁরাই প্রকৃত অনুপ্রেরনা।

জীবন মানেই সংগ্রাম। কিন্তু সংগ্রামের মাঝেও হাসতে শেখাই আসল শক্তি। আমরা চাই, শিলিগুড়ির প্রতিটি মানুষ নিজের গল্প লিখুক সাহসের কালি দিয়ে।

এই অনুপ্রেরনা বিভাগে আমরা তুলে ধরবো এমন একেকজন মানুষকে, যারা ইতিবাচক মনোভাব দিয়ে নিজের জীবন ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

সেই রকম তথ্য থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন : ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

ইতিবাচক শিলিগুড়ি

শহর মানেই শুধু যানজট, অভিযোগ আর সমস্যা নয়। শহর মানে মানুষ, মানুষের চেষ্টা আর ছোট ছোট ভালো উদ্যোগ। শিলিগুড়ির অলিগলিতে প্রতিদিন এমন অনেক কাজ হচ্ছে, যা হয়তো বড় শিরোনাম পায় না-- কিন্তু সমাজকে বদলে যাচ্ছে নীরবে।

কেউ ছাদে গাছ লাগাচ্ছেন, কেউ বিনামূল্যে পড়াচ্ছেন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের, কেউ আবার রক্তদান শিবির আয়োজন করছেন। এই ছোট ছোট আলোর বিন্দুগুলো মিলেই শহরকে সুন্দর করে তোলে।

খবরের ঘন্টা বিশ্বাস করে-- নেতিবাচকতার ভিড়ে ইতিবাচক খবরই মানুষের মনকে শক্তি দেয়। তাই আমরা খুঁজে চলবো সেই মানুষদের, যারা বদলের গল্প লিখছেন নীরবে।

সেই রকম বদলের গল্প থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করুন, জানান তথ্য : ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

আমাদের অঙ্গীকার

সংবাদপত্র শুধু খবর দেয় না, দিকনির্দেশও দেয়।

আমাদের অঙ্গীকার--

সত্যপ্রকাশ ,

সমাজের গঠনমূলক খবর তুলে ধরা ,

তরুণ প্রজন্মকে অনুপ্রানিত করা,

স্থানীয় প্রতিভাকে সামনে আনা।

আমরা বিশ্বাস করি, একটি ইতিবাচক সংবাদ অনেক সময় একটি পরিবারের মনোবল বাড়িয়ে দিতে পারে। একটি সঠিক তথ্য একজন নাগরিককে সচেতন করে তুলতে পারে।

খবরের ঘন্টা থাকবে মানুষের পাশে--সততা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে

বাপি ঘোষ

সম্পাদক , খবরের ঘন্টা

প্রাইভেট স্কুলের এনওসি-তে সহায়তার হাত, শিলিগুড়িতে চালু হেল্প ডেস্ক



নিজস্ব প্রতিবেদন : এনওসি আবেদন নিয়ে বিভ্রান্তির অবসানে উদ্যোগ। সরকারি নির্দেশিকা মেনে আবেদন প্রক্রিয়ায় স্কুলগুলিকে দেবে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা।

উত্তরবঙ্গের বেসরকারি স্কুলগুলিকে এনওসি বা নো অবজেকশন সার্টিফিকেট

আবেদনের প্রক্রিয়ায় সঠিক দিশা দেখাতে শিলিগুড়িতে চালু হলো বিশেষ হেল্প ডেস্ক। এই উদ্যোগ নিয়েছে ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর আনএইডেড স্কুল অর্গানাইজেশন।

সম্প্রতি ২৪ জুন ২০২৬ তারিখে জারি হওয়া সরকারি নির্দেশিকায় শিক্ষার অধিকার আইন এর ১৮ নম্বর ধারার আওতায় আনএইডেড প্রাইভেট স্কুলগুলির জন্য এনওসি বাধ্যতামূলক করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু এই নির্দেশিকা কার্যকর করতে গিয়ে বহু স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় তথ্য ও সঠিক পরামর্শের অভাবে বিভ্রান্তির মুখে পড়ছেন। এই পরিস্থিতিতে জলপাইগুড়ি জেলার এনসিইউএসও -র নেতৃত্বে থাকা প্রধান শিক্ষকরা সংগঠনের সিনিয়র অ্যাডভাইজার নীতিশ বসুর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় নথিপত্র প্রস্তুতকরণ এবং অনলাইন আবেদন পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত প্রশিক্ষণ ও দিকনির্দেশনা গ্রহণ করেছেন।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যেসব স্কুল কর্তৃপক্ষ এনওসির জন্য আবেদন করতে আগ্রহী অথবা আবেদন প্রক্রিয়া নিয়ে কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, তাঁরা প্রয়োজনে শিলিগুড়ির এনসিইউএসও সহায়তা কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

হেল্প ডেস্ক নম্বর ৮৬৭০২৯১২৩৪ / ৯৩৩২৯৩২৪৯৯

উল্লেখ্য, এই সহায়তা শিবিরের আয়োজন করা হয় ১৭ জুলাই শুক্রবার, শিলিগুড়ির লেকটাউনের আনন্দভিলা প্রাঙ্গণে।